সমরেশ বসুর

দুরন্ত চড়াই

ক্যাপিটল ফিল্মস এর নিবেদন

সমরেশ বসুর

দুরন্ত চড়াই

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—জগন্নাথ চ্যাটার্জী

সঙ্গীত পরিচালনা—শ্যামল মিত্র

গীত রচনা—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতীর সৌজন্যে,) গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, বিমল ভৌমিক

প্রযোজনা—হরেন্দ্রনাথ ঘোষ সংগঠনে—কান্তি গোস্বামী চিত্রনাট্যে ও সহায়কা : প্রবোধ ব্যানার্জী, তাপস কুমার বসু, পরেশ ভট্টাচার্য্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকারে—বিশ্বভারতী, ময়ূরাক্ষী ভবনের কর্মীবৃন্দ (মেসেন জোড়), পুষ্পরঞ্জন চ্যাটার্জী, (গিরিডি)সুধাংশু গোস্বামী সুনীল দাশগুপ্ত, জ্যোতি চ্যাটার্জি (সিউরি) এস, কে, ভট্টাচার্য (মেসেন জোড়) অজিত দাস, প্রণব বসু, অপটিক্যাল হল, অনন্ত কুমার দে

পরিবেশনা তত্ত্বাবধানে—অনিল রায়

প্রধানকর্মসচিব—রতন চক্রবর্ত্তী : প্রচার সচিব—ধীরেন মল্লিক

কণ্ঠসঙ্গীতে—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, শিপ্রা বসু, সলিল মিত্র

রূপায়ণে

মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপ কুমার, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, জহর রায়, সোমেন চক্রবর্ত্তী হারাধন ব্যানার্জী, পদ্মা দেবী, সীমা জানা, শিশির বটব্যাল, সবিতা চ্যাটার্জী (বম্বে) হাসি মজুমদার মাষ্টার মলয়, মাষ্টার অধীন, মাষ্টার হারাধন, পিউ, গোপা, কুমকুম, পাপিয়া, দিলীপ হালদার, সুনীল দাশগুপ্ত, নৃপেন বড়ুয়া ও একটি টাঙ্গা

সম্পাদনা—অনিল সরকার : চিত্র গ্রহণ—শক্তি ব্যানার্জী : শব্দগ্রহণ—বাণী দত্ত, অতুল চ্যাটার্জী (অন্তদৃশ্য) অনিল তালুকদার অমূল্য দাশ, (বহিদৃশ্য) সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা শ্যামসুন্দর ঘোষ শিল্প নির্দেশনা—সুধীরখান্ : রূপসজ্জায়—গোপাল হালদার : সাজসজ্জায়—কেদার বর্মা : দৃশ্যঅঙ্কন—চ্যাটার্জী এণ্ড কয়েল : আলোক সম্পাত—হরেন গাঙ্গুলী, অভিমন্যু, সুধীর, সন্তোষ, মারু, সন্তু, হরি শৈলেন, গুননিধি, নিতাই : স্থির চিত্র—ষ্টুডিও পিক্স্ : পরিচয় লিপি—দিগেন ষ্টুডিও : অঙ্কনে—বিভুতি সেনগুপ্ত, ব্যবস্থাপনায়—শান্তিশেখর রায়চৌধুরী ও সুধীর রায় : চিত্রগ্রহণ—কানাই দাস কেষ্ট মণ্ডল, বলদেও। পরিচালনা সহকারী বৃন্দ—জয়ন্ত বিশ্বাস প্রবোধ বন্দোঃ, তাপস বন্ধু, সঙ্গীত—শৈলেন রায় ও সলিল মিত্র। রসায়ণাগারে—অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জী,রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী, পুস্কর, চণ্ডী, অনিল অমরেন্দ্র মণ্ডল, সম্পাদনা—তাপস মুখোপাধ্যায়, : শব্দ যোজনা—ঋষি ব্যানার্জী,রথীন ঘোষ, নিতাই আবহ সঙ্গীত ও শব্দ পুনর্যোজনা—জ্যোতি চ্যাটার্জী : শিল্প নির্দেশনা—সুরেশ চন্দ্র চন্দ্র রূপসজ্জা—তারাপদ পাইন, : ব্যবস্থাপনা—বিজয় দাস, বলাই আড্ডি, চক্রধর মহাপাত্র, ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ ও ষ্টুডিও সাপ্লাই কো অপেরেটিভ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দ যন্ত্রে গৃহীত : আর, বি, মহেতার তত্ত্বাব্যবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনা—প্রতিমা চিত্র মন্দির

মিষ্টি মেয়ে বিনু। জীবনে সে ছোট একটি ভুল করেছিল। বাবা মা সবারই চিন্তা বিনুকে নিয়ে। তার কী হবে? শেষটা ছোট ভাই সাধন এলো। সবাই যখন দিশেহারা তখন সেই জানায় তার বন্ধু অনাদির কথা। তার ইচ্ছে ছোড়দি অর্থাৎ বিনুর বিয়ে হয় অনাদির সঙ্গে।

কিন্তু কী জানি, কেন একটা কথা সাধন বলতে পারেনি অনাদিকে। বিনু যে তার চেয়ে বড়ো এই কথা। অনাদিকে সে বলেছে বিনু তার চেয়ে ছোট।

এর পরের ঘটনা, পূজোর ছুটিতে বিনুকে নিয়ে সাধন এলো সাঁওতাল পরগণার পাহাড় অঞ্চলে। সুন্দর মনোরম জায়গা। সবুজ পাহাড়, পাহাড়িয়া নদী, ঝর্ণা, বন-উপবন তারই মাঝে ছোট ছোট বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি। এরই একটীতে, নাম 'মুনলজ' এসে উঠলো সাধন আর বিনু। এখানে এসেই সাধন চিঠি লিখলো অনাদিকে। সে যেন তার বোন শীলাকে নিয়ে এখানে চলে আসে।

এখন কিন্তু বিনুর পরিচয় সে সাধনের ছোট বোন। ছোড়দিকে নাম ধরে ডাকে সাধন, আর বিনু সাধনকে ডাকে ছোড়দা বলে। নিয়তির পরিহাস এই।

পূজোর ছুটিতে আরো মানুষ এখানে এসেছে। নানা চরিত্রের মানুষ। তারই একজন আলোক ব্যানার্জী চঞ্চল স্বভাবের বাঁধন ছেঁড়া তরুণ। যার দিন কাটে টাঙ্গা ছুটিয়ে, পাহাড় [illegible] বেড়িয়ে, গান গেয়ে। বয়সে তরুণ কিন্তু তার মধ্যে একটা চঞ্চল শিশু যেন বাসা বেঁধে রয়েছে।

রিটায়ার্ড আই. সি. এ[illegible]—জীবনের অপরাহ্ন এসে যে মানুষটি তাঁর মধ্যে আর একটি মানুষকে খুঁজে পেয়েছেন, যে মানুষটি ছবি আঁকেন, প্রকৃতির স্ব[illegible] সে মানুষটি বাউণ্ডুলে আলোকের সঙ্গে অনায়াসে বন্ধুত্ব করতে পারেন।

গল্প

আর এক বিচিত্র স্বভাবের দম্পতি, শিবপ্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী। শিবপ্রসাদ এক আত্মভোলা মানুষ, আপদ মস্তক শীতবস্ত্রে ঢেকে ভোরের কুয়াশা গায়ে লাগাবেন বলে বেড়াতে বেরোন, কিন্তু কোনদিন কুয়াশা গায়ে লাগানো হয় না—রাস্তায় কোন না কোন কারণে বসে পড়েন। ছোট ছেলে-মেয়েরা ক্যাম্বিস বলে ক্রিকেট খেলছে তা দেখতে বেড়ানোর কথা ভুলে যান এই নিয়ে স্ত্রীর আর অনুযোগের অন্ত নেই।

কিন্তু সব চেয়ে খাপ ছাড়া মানুষ অধ্যাপক নলিনাক্ষ আর তাঁর স্ত্রী। নলিনাক্ষ এক বিদঘুটে স্বভাবের মানুষ—পাণ্ডিত্যের কৃত্রিম মুখোশ পরে থাকেন। তাঁর ধারণা তাঁর মতো দ্বিতীয় নেই। যেমন নলিনাক্ষ তেমন তাঁর স্ত্রী। ছোট ছেলেটাকেও তাঁরা শাসনের আওতায় রাখতে চান। কিন্তু শিশুমন বাধা মানবে কেন?

আলোকের সঙ্গে বিনুর দেখা হলো। সেই দেখার সূত্রেই যেন, দুজন, দুজনের সঙ্গে বাধা পড়লো। কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই।

আরো কতো মানুষ—পূজোর ছুটিতে এসেছে এই পাহাড় অঞ্চলে—নিশ্চিন্তে অবসর কাটাতে। এরই মধ্যেএকদিন শীলা আর অনাদি এসে পৌঁছলো। উগ্র আধুনিকা—শীলা, আর কেতা-দুরন্ত-অনাদি!

এরা ভাই-বোন আসার পর থেকেই যেন নাটকটা বদলে গেল। শীলা খেলায় মাতলো সাধনকে নিয়ে। আর বিনু কলের পুতুলের মতো অনাদির কাছে কাছে ঘুরলো।

এর পর একদিন যুগলজে সবাই টাঙ্গা ছুটিয়ে ছুটলো বক্রেশ্বরের দিকে। বক্রেশ্বরেই অসতর্ক মুহূর্তে আলোক দেখলো, সাধন বিনুর খোপায় ফুলগুজে দিচ্ছে চঞ্চল আলোক—আর মনটাও মুহূর্তে এক ব্যথার অনুভূতিতে কাতর হলো। কেমন যেন অস্থিরহয়ে গেল সে। আলোকের এই ভাবান্তর ভবতোষের চোখে পড়ে। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়! আরো নতুন মুহূর্ত অপেক্ষা করছিল নাটকের জন্য। একদিন এক দুর্বল মুহূর্তে সাধনের মুখ থেকে শীলা জানতে পারে.........

তারপর—

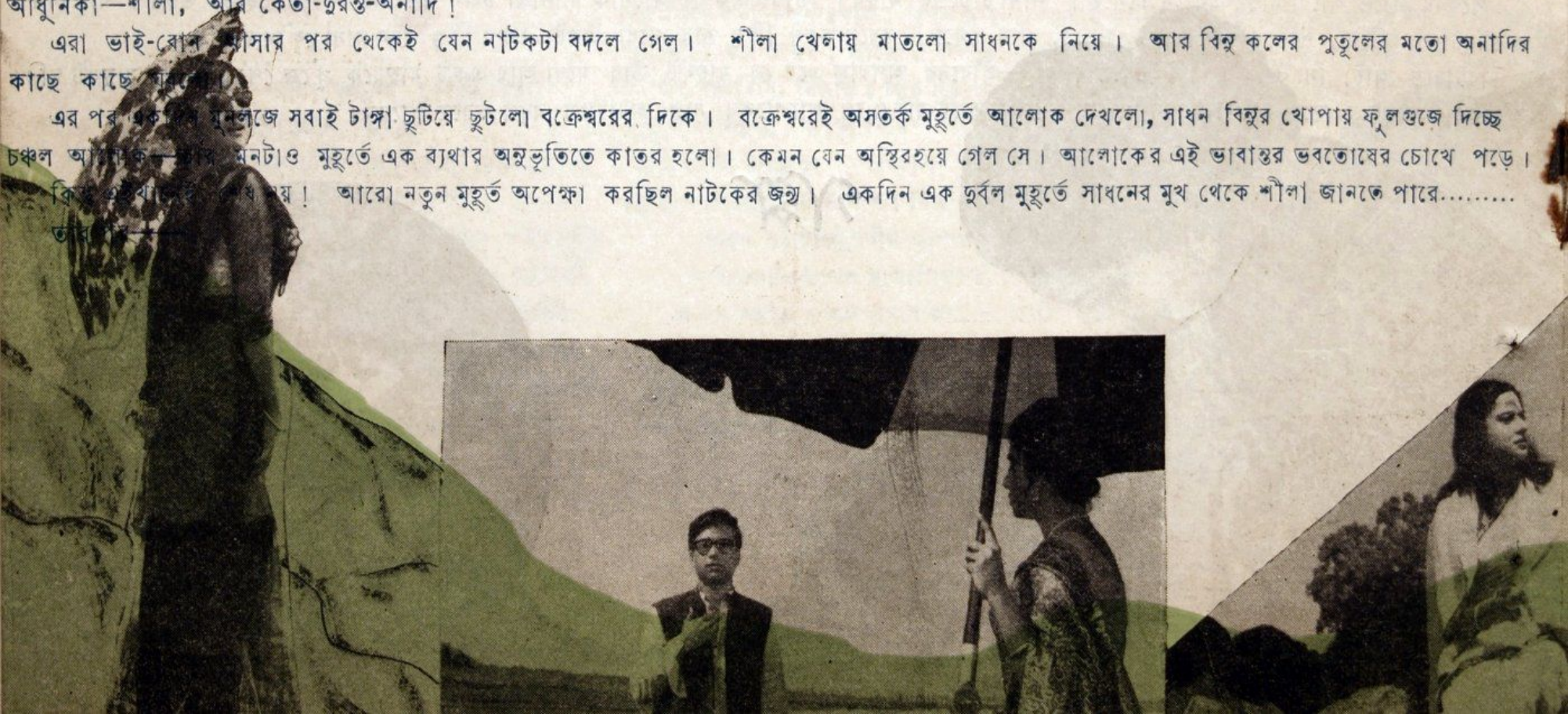

গান

(১)

সমুখে ডাকে পথ ছোটে সময়ের রথ
চড়াই যে পার হয়ে যাই—
কোথাও একটু থেমে পিছু ফিরে চাহিবার
নাই অবসর নাই, চড়াই যে পার হয়ে যাই।
জীবনটা তো চিরদিনই সেই যাযাবর,
দূরকে সে আপন করে পথই যে তার ঘর,
বেদুইন মনটাকে সীমার বাঁধনে কেন
মিছে তবে বাঁধিতে চাই—
উঁচু নীচু কখনো বা সোজা
শেষ হবে কবে পথ খোঁজ—
আমি নই কারো কেউ নয় মোর
নেই কোন ঋণেরই বোঝা—
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
পৃথিবীর এই সরাইখানায়—
আসে কতই জন—
কে কোথায় পড়লো বাঁধা
খোঁজ রাখে না মন।
উধাও-আকাশটাকে দুটি চোখে যেন আজ
বন্ধুর মত আমি পাই—
দুরন্ত জীবনের চড়াই যে পার হয়ে যাই। —

(২)

যে চোখেতে দেখবে আমায়—
সে চোখ তোমার নাই,
কে বলেছে তোমার কাছে
ধরা দিতে চাই।
দুটি চোখে আয়নাতে যে আমায় দেখেছো
তারি মাঝে ভেবেছো কি ধরে রেখেছো
আমায় ধরা নয়তো সোজা পালিয়ে শুধু যাই—
রামধনুটা হঠাৎ যখন রঙ ছড়াতে চায়
ভাল লাগার আগেই [illegible]
আকা[illegible]
[illegible] কি ধরা [illegible]—
বাঁধন [illegible] আমার
নাই গো কোন ঠাঁই —

এই জীবনটাকে চিরদিনই সবুজ করে রাখতে দাও।
আমাকে সবার মাঝে থাকতে দাও—
অহংকারের নাগাল থেকে চাইযে নিতে মনকে ডেকে
প্রাণটা খুলে হাসতে যে চাই
দুঃখ যদি ঢাকতে চাও
সবার সাথে মিশতে পারি যেন হেসে খেলে—
ভালবাসা দিয়ে যেন ভালবাসাই মেলে—
ছোট বড় প্রশ্ন তুলে, প্রলোভনে লাভ কি ভুলে
সবারে আজ কাছে আমার আপন ভেবে
ডাকতে দাও

হালুম হালুম—
চিড়িয়াখানার খোলা দরজাটা ট্রামে চেপে বসে বাঘ।
সবাই ভাবছে কেমন মানুষ, গায়ে ডোরা কাটা দাগ।
ট্রিং ট্রিং ট্রিং
ট্রিং ট্রিং ট্রিং ট্রামের ঘন্টি ঘড় ঘড় গাড়ী চলছে
গোঁফ জোড়াটায় তা দিতে দিতে ক্ষিদেয় নাড়ী
যে জ্বলছে।

চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে বাঘ হঠাৎ মারলো লাফ
সহরের লোক ভয় পেয়ে ছোটে বাপরে বাপরে বাপ।
ছুটছে মানুষ ট্রাম বাস গাড়ী সবাই উৰ্দ্ধশ্বাস
মানুষের দেশে ভীষণ বিপদ একিরে সর্ব্বনাশ।
বাঘ ভায়া ছোটে [illegible] টে মানুষ ভির্মি খায়
বাঘের দাপটে [illegible] সুন্দর-[illegible]
বেজায় ক্ষিদেয় ঢুকে [illegible] যে কি [illegible] রায়
হাঁকলো সরবে কোম্মা কাবাব চটপট [illegible]।
হালুম হালুম ফায়ার ব্রিগেড ঢং ঢং [illegible]
খেতে বসে একি বিপদ বাঘের উ[illegible]
চারপাশে শুধু চাপা নিঃশ্বাস [illegible]
হঠাৎ বাঘের পেয়ে গেল [illegible]
জল হয়ে গেল যত [illegible]

অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল
কবরী বাঁধিও।
কাজল বিহীন সজল নয়নে হৃদয় দুয়ারে
ঘা-দিও
আকুল আঁচলে পথিক চরণে মরণের-
ফাঁদ ফাঁদিয়ো।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ,
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো।
এসো এসো বিনা ভুষণেই,
নেই দোষ তাহে দোষ নেই।
যে আসে আসুক, ওই তব রূপ অযতন
ছাঁদে ছাঁদিয়া।
শুধু হাসিখানি আঁখি কোণে হানি
উতলা হৃদয় বাঁধিয়ো।

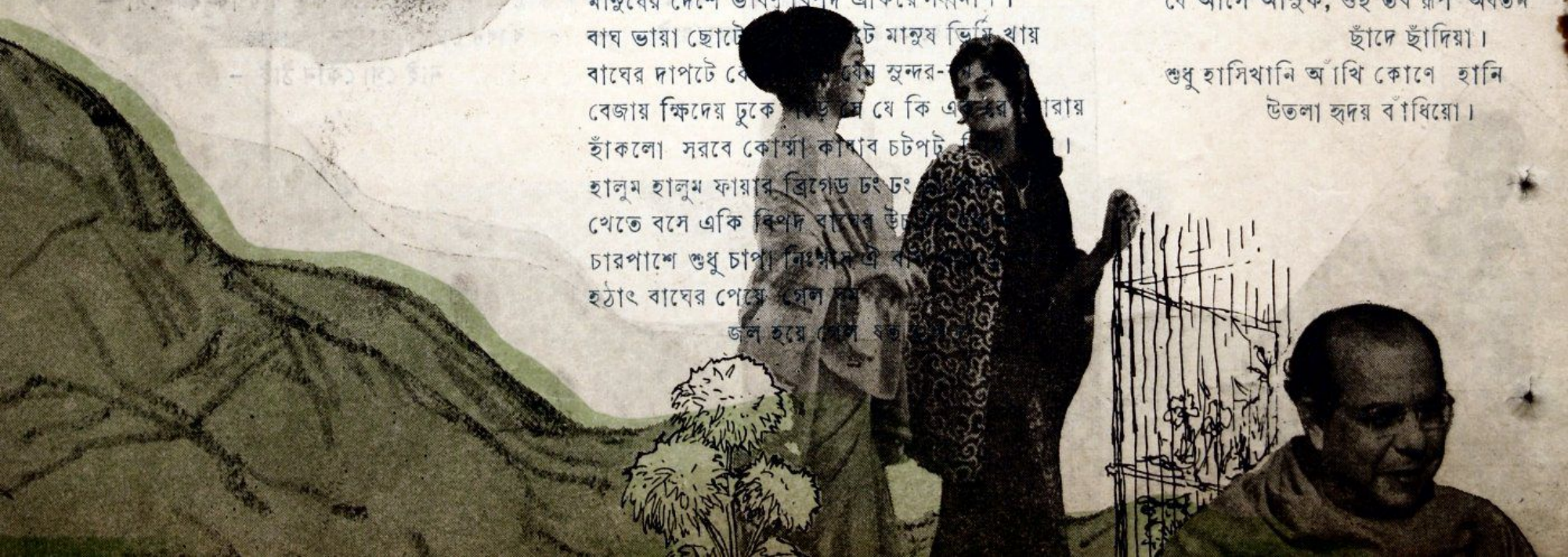

(৬)

এত করে বোঝেনা যে কেন এই সজ্জা-
সাজিলাম ভুল করে মরি একি লজ্জা-
খেলা ভেঙ্গে যাবে তবে আজ কি-
মিছে হয়ে যাবে এই সাজ কি-
তারে কাছে পেয়ে আর কাজ কি-
সে তো দিতে এলো শুধু লাজ কি-
কাঁটার বাসর কি গো, হবে এই ফুলশয্যা।

বোঝে না যে মন দেয়া বলে ওগো কাকে
এসেছি কেন দিতে মন আমি তাকে
শোনেনি সে এ মনের ডাক কি
ভেঙ্গে যাবে এই মৌচাক কি-
উড়ে গেল ভ্রমরের ঝাঁক কি (হায়)
রবেকি এ বেদনার সাক্ষী।

(৭)

ঝরণা.....
ঝর ঝর, ঝর ঝর ঝরণা, হোল মন—হলো মন—
দেখিনা পারিস কেমন.....
আমায় ধরনা, আমি ঝরণা,
সে যেন অনেক খুশী-
কুড়িয়ে নিলাম-
মনকে পাখী করে উড়িয়ে দিলাম
ঝিল মিল নীল নীল আকাশে
উড়িয়ে.....উড়িযে.....
স্বপনের ও ময়ুরপঙ্খী ভেসে যায় আজ যে
জানিনা সে রাজকন্যা আজ আছে কোন রাজ্যে
কে জানে, কোথায় আমি হারিয়ে গেলাম-
যত সে বাঁধন বাঁধা ছাড়িয়ে গেলাম-
বার বার যেন কার সাড়া পাই
ছুটে যাই.....ছুটে যাই।